

ঘুমের চেয়ে ছায়াত ড্রুম

আস-সালামু আলাইকুম। আমার নাম আমাতুল্লাহ। আমি তোমাদের মুসলিম বোন। আমার বয়স আট বছর। আমরা দুই বোন, এক ভাই। আমার ভাইয়ের নাম আবদুল্লাহ, বোনের নাম আয়িশা। ভাই আবদুল্লাহর বয়স দশ বছর, আর বোন আয়িশার বয়স পাঁচ বছর। আমরা সারাদিন একসাথে অনেক মজা করি! তার মধ্যে কয়েকটি বলছি শোনো—

আমার দিনের প্রথম কাজ ফজরের নামাজ পড়া। তাই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাই। যেন ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট না হয়। ঘুমের সময় শয়তান আমাদের ঘাড়ের পেছনে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতিটি গিঁট দেওয়ার সময় বলে, এখনো অনেক রাত বাকি। তুমি আরও ঘুমাও! আরও ঘুমাও!

কিন্তু ঘুম ভাঙার পর যদি কেউ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। তাই আমি ঘুম থেকে উঠেই বলি,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي
وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি আমার দেহকে নিরাপদ করেছেন। আমার রুহকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর যিকর করার সুযোগ দিয়েছেন।”

(তিরমিযি, ৩৪০১)

এরপর আমি টয়লেটে যাই। টয়লেটে ঢুকি বাম পা দিয়ে। তার আগে বলি,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

“আল্লাহ, আমাকে দুষ্ট জিন থেকে হেফাজত করুন।”

(বুখারি, ১৪২: মুসলিম, ৩৭৫)

তোমরা জানো, মানুষের মতো জিনও আল্লাহর একটি সৃষ্টি। আমরা ওদের দেখতে পাই না। কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে পায়। কিছু দুষ্ট জিন আছে যারা টয়লেট ও অন্যান্য নোংরা জায়গায় থাকে। তাই ওদের ক্ষতি থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত।

এরপর ভালোমতো পরিষ্কার হয়ে ডান পা দিয়ে টয়লেট থেকে বের হই। তখন বলি,

غُفْرَانَكَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

“আমায় ক্ষমা করুন, আল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনি আমার কষ্ট দূর করেছেন

এবং আমাকে শান্তি দিয়েছেন।” (আবু দাউদ, ৩০; ইবনু মাজাহ, ৩০১)





এরপর আমি ওজু করতে যাই। কারণ ওজু করলে শয়তানের আরেকটি গিঁট খুলে যায়। আমি ধীরেসুস্থে ও সুন্দরভাবে ওজু করি। ওজু করার সময় তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। পানি অপচয় করাও ঠিক নয়। আর ওজুর আগে মিসওয়াক করতে ভুলো না যেন! নবি ﷺ যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন। তিনি বলেছেন, “যদি আমার উম্মতের কষ্ট না হতো তাহলে প্রত্যেক নামাজের আগে আমি তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।”


ওজু করার পর আমি বলি,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।” (মুসলিম, ২৩৪; তিরমিযি, ৫৫; আবু দাউদ, ১৬৯)



এরপর আমি আমার বিছানা গোছাই। নিজ হাতে মশারি ও চাদর ভাঁজ করে রাখি। অগোছালো বিছানা আমার মোটেও ভালো লাগে না। আমার ছোটবোন আয়িশাও আমার দেখাদেখি বিছানা গোছায়। ও এখনো ছোট। কিন্তু আমি যা করি ও তা-ই করে। আমাদের সবার উচিত নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

একবার নবি -এর কাছে এলোমেলো চুলওয়ালা একলোক এল। তাকে দেখে নবিজি বললেন, “এই লোকটি কি মাথার চুল আঁচড়ানোর মতো কিছুই পেল না?” আরেকবার এল ময়লা কাপড় পরা একলোক। তাকে দেখে নবিজি বললেন, “লোকটি কি কাপড় পরিষ্কার করার মতো কিছুই পেল না?”

তাই আমাদের উচিত পরিপাটি থাকা।

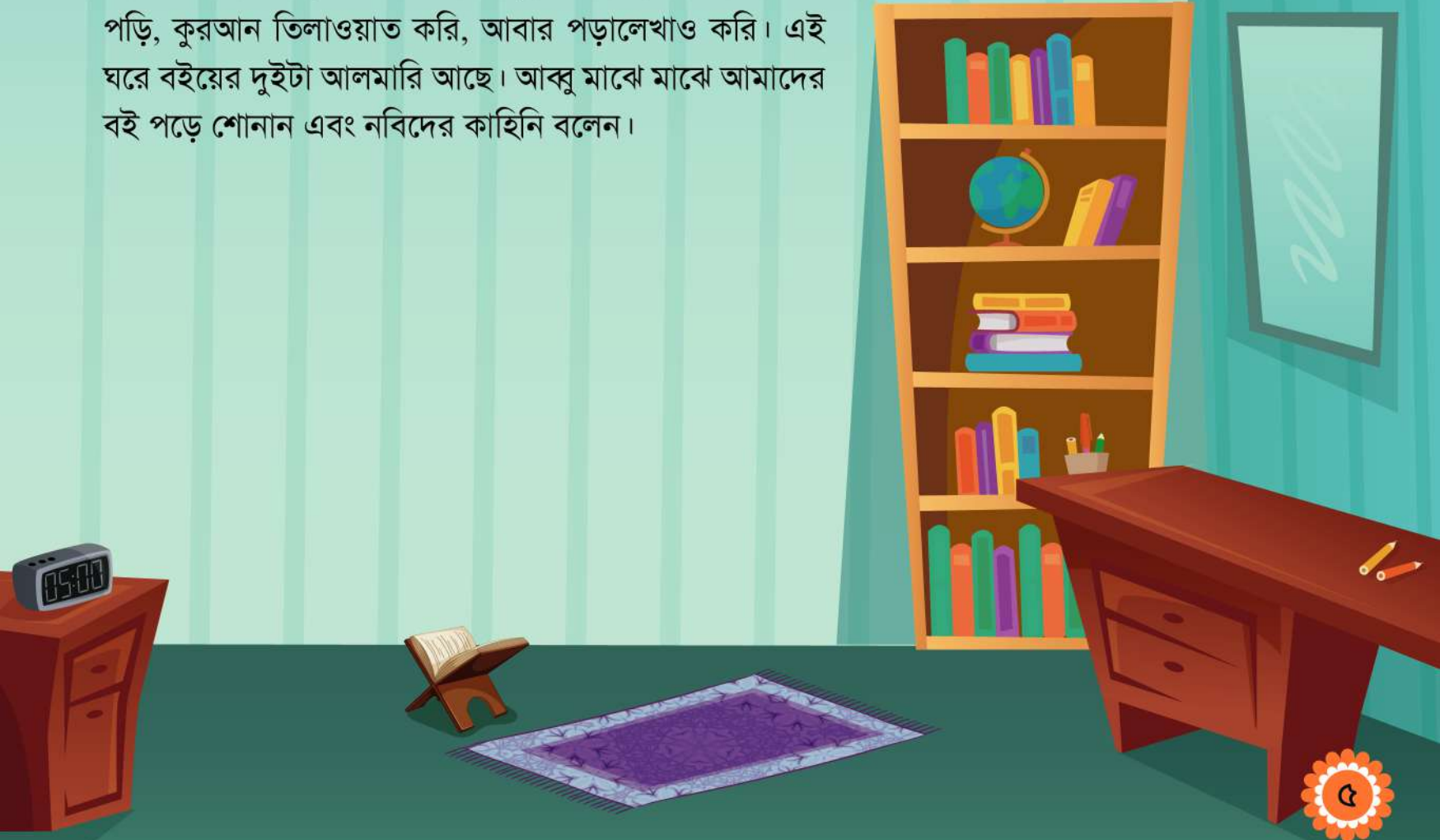
নবি  বলেছেন,

“নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিচ্ছন্ন। তিনি পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন...”।”



এবার নামাজ পড়ার পালা। আমি সুন্দরভাবে চুল আঁচড়াই এবং নামাজের জন্য পরিষ্কার পোশাক পরি। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “হে আদমের সন্তানরা, প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরবে...”

আমি নামাজ পড়ি বারান্দার পাশের ঘরে। আম্মু এই ঘরটা নামাজ আদায় করার জন্য সাজিয়ে নিয়েছেন। এখানে আমরা নামাজ পড়ি, কুরআন তিলাওয়াত করি, আবার পড়ালেখাও করি। এই ঘরে বইয়ের দুইটা আলমারি আছে। আব্বু মাঝে মাঝে আমাদের বই পড়ে শোনান এবং নবিদের কাহিনি বলেন।



আমরা নামাজে দাঁড়ানোর আগেই আব্বু আর আবদুল্লাহ ফজর পড়তে মসজিদে যান। আব্বু ঘর থেকে বের হবার আগে বলেন, ‘আস-সালামু আলাইকুম।’ আমরাও বলি, ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।’



এরপর আম্মু আর আমি নামাজে দাঁড়াই। ছোটবোন আয়িশাও আমাদের দেখাদেখি জায়নামাজে দাঁড়ায়। আম্মু বলেছে, আমিও যখন আয়িশার মতো ছোট ছিলাম, তখন আব্বু-আম্মুর দেখাদেখি নামাজ পড়ার চেষ্টা করতাম। আর এখন তো আমার বয়স আট বছর হয়ে গেছে। তাই আমি নামাজ পড়ার নিয়ম শিখে গেছি। আম্মুর কাছ থেকে আমি অনেকগুলো দুআ ও সূরাও শিখেছি। এই সূরাগুলো দিয়ে আমি নামাজ পড়ি।

বন্ধুরা, ঘুম থেকে উঠে নামাজে দাঁড়ালে শয়তানের তৃতীয় গিঁটটিও খুলে যায়। তখন আমাদের সকাল শুরু হয় হাসিখুশি ও তরতাজা মেজাজে। নইলে সকাল শুরু হবে ক্লান্তি ও বদমেজাজের সাথে।

